যুগান্তর

তারিখ ... 6 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ২ ...

চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচটি সরকারি কলেজ

শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ সংকটে বিপর্যস্ত শিক্ষা কার্যক্রম

চবি প্রতিনিধি

'সকাল ১০টা বাজে, এখনও ক্লাস রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সাড়ে ১০টায় রুম খালি হবে তবেই ক্লাসে ঢুকব আমরা' এভাবেই নিত্য দুর্ভোগের কথা জানান— সরকারি হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজের ছাত্রী জেসমিন আক্তার। তিনি আরও বলেন, একটি ক্লাস শেষ করে অন্য একটি ক্লাস করার জন্য রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। শিক্ষার্থীর চেয়ে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় এ সংকট হয়েছে বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

শ্রেণী সংকটই নয়, চরম শিক্ষক সংকটও রয়েছে চট্টগ্রাম মহানগরীর সরকারি কলেজগুলোতে। প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছে মাত্র ৩৯৩ জন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদে নিয়োগ না দেয়া এবং নিয়োগকৃত শিক্ষকদের নিয়মিত অবস্থান না থাকাসহ রয়েছে নানা সমস্যা। এসব বিষয় স্বীকার করে হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল গোফরান বলেন, সমস্যা সমাধানে আমরা অতিথি শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছি। তবে এসবের ব্যয়ভার শিক্ষার্থীদের দিতে হয় বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। তারা জানান, অতিথি শিক্ষক বাবদ আমাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়।

৫০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছে মাত্র ৩৯৩ জন

এদিকে এসব শ্রেণী সংকট নিরসনে ২০০৭-০৮ সেশনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে নতুন ভবন নির্মাণের কথা থাকলেও অর্থ বরাদ্দ আসতে দেরি হওয়ায় নির্মাণ কাজ ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে নতুন ভবন নির্মাণ বা কোন ভবনের সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না বলেও অভিযোগ করেন সরকারি সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হরিসংকর আলদাস। শুধু সিটি কলেজ নয়, চট্টগ্রাম মহানগরীর সবক'টি সরকারি কলেজের অবস্থা অভিন্ন।

চট্টগ্রাম মহানগরীতে পাঁচটি সরকারি কলেজ হল— চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ, সরকারি হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি কমার্স কলেজ এবং সরকারি সিটি কলেজ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট, ১৯৯২ অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে অনার্সের জন্য ন্যূনতম সাতজন শিক্ষক এবং মাস্টার্সের জন্য ১২ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও তা দেখা যায়নি বন্দরনগরীর কোন সরকারি কলেজেই।

জানা যায়, চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে রুল অনুযায়ী ২১৬ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও নিয়োগের অনুমোদন রয়েছে ১৫৪ জন। অথচ বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১৩৯ জন। সরকারি মহিলা কলেজে ১৫৮ জন শিক্ষকের কথা থাকলেও সেখানে নিয়োগের অনুমোদন রয়েছে ৭৬ জন। অথচ নিয়োগকৃত শিক্ষক রয়েছে মাত্র ৬৩ জন। সরকারি সিটি কলেজে শিক্ষক ১০৫ জন। অথচ সেখানে শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন রয়েছে ১২৮ জন। রুল অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের কথা ১৫৩ জন। সরকারি হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজে ৭০টি পদের অনুমোদন থাকলেও শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৬৪ জন। অথচ রুল অনুযায়ী শিক্ষক থাকার কথা ১২৫ জন। সরকারি কমার্স কলেজে বর্তমানে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন ২২ জন। অথচ নিয়োগের অনুমোদন রয়েছে ২৮ জন। যেখানে রুল অনুযায়ী শিক্ষক থাকার কথা ৩৫ জন।

সরকারি মহিলা কলেজে প্রতিবছর উচ্চ মাধ্যমিক শাখা ছাড়াও অনার্স এবং মাস্টার্স কোর্সে ৮টি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। কলেজ সূত্রে জানা যায়, কলেজে মোট শ্রেণীকক্ষ রয়েছে ২৬টি যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। তানিশা নামের এক শিক্ষার্থী যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষাজীবনে কষ্ট কাকে বলে আমরা বুঝি। এখানে শিক্ষক থাকলে ক্লাস রুম খালি থাকে না আবার ক্লাস রুম খালি থাকলে শিক্ষকদের খুঁজে পাওয়া যায় না।

চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা ছাড়াও রয়েছে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স। কলেজটিতে প্রতিবছর অনার্সে ১৭টি এবং মাস্টার্সের ১৯টি বিষয়ে প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। যেখানে ১১ জন করে শিক্ষক রয়েছে ইংরেজি, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগে। আবার এসব বিভাগের চেয়ে কম শিক্ষক নিয়েই চলছে পরিসংখ্যান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাস বিভাগ।

সরকারি সিটি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা ছাড়াও ১৫টি বিষয়ে অনার্স এবং ১২টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর কলেজটিতে শ্রেণী কক্ষের সংখ্যা মাত্র ৩৫টি। শাইফুদ ইসলাম নামের এক শিক্ষার্থী জানান, সপ্তাহে ২-৩টির বেশি ক্লাস হয় না।

হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজের অবস্থা আরও নাজুক। কলেজটিতে বাড়ে ১১ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণীকক্ষ রয়েছে মাত্র ২৫টি। তবে এসব সমস্যাকে আরও প্রকট আখ্যায়িত করে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ আবদুল গোফরান জানান, আমরা ব্যাপক শিক্ষকসহ শ্রেণীকক্ষ সংকটে রয়েছি। তিনি আরও বলেন, শুধু শ্রেণীকক্ষের অভাবেই অডিটরিয়ামে আমাদের ক্লাস নিতে হয়।